দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক খসড়া জাতীয় কৌশলপত্র ও নাগরিক সমাজের অভিমত

১. বাস্তুচ্যুতির বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তুচ্যুত্যির সঙ্কট

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের আন্তঃসরকার প্যানেল (আইপিসিসি)'র পঞ্চম সমীক্ষা প্রতিবেদনে ভবিষ্যানুমান অনুযায়ী ২১ শতকের শেষ নাগাদ বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৮° থেকে ৪.০° সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির এই হার অব্যহত থাকলে উত্তর ও দক্ষিন মেরু সহ হিমালয়ের বরফ গলার পরিমাণও ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে। ভারতীয় উপমহাদেশে নদীর অববাহিকায় অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ তুলনামুলকভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত। আইপিসিসির গবেষণার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংকের ২০১৮ সালের প্রকাশিত প্রতিবেদনে [গ্রাউন্ডসওয়েল: প্রিপেয়ারিং ফর ইন্টারনাল ক্লাইমেট মাইগ্রেশন] বলা হয়, **২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবে পৃথিবীব্যাপী ১৪ কোটি ৪৩ লাখ মানুষকে অভ্যন্তরীণ শরণার্থী জীবন বেছে নিতে হবে।** এর মধ্যে আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চলের ৮ কোটি ৬০ লাখ মানুষ, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার ৪ কোটি এবং লাতিন আমেরিকার ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ ভবিষ্যতে এই বাস্তুচ্যুতির শিকার হবে। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশের ৫৫ ভাগ মানুষ এই এলাকাগুলোতে বাস করে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভার মতে, জলবায়ু পরিবর্তনই শরণার্থী সংকটের মূল কারণ। প্রতিনিয়ত জলবায়ুর পরিবর্তন ভুক্তভোগী দেশগুলোর বাসিন্দাদের জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সর্বোপরি টিকে থাকার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দেখা দিচ্ছে। **জলবায়ুর বিরূপ পরিবর্তনের কারণে যে সকল দেশ বিপদাপন্ন তার মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা হবে সবচেয়ে বেশি।** বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বোচ্চ জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর একটি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ বিপদাপন্নতা ক্রমেই বাড়ছে। মূলত: নদী ভাঙন, বন্যা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খরা, লবণাক্ততা ও ফসল উৎপাদন ব্যাহত হবার ফলে দেশে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এখানে বন্যা ভূমিধস এবং আকস্মিক বন্যার মত দুর্যোগ আরো বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে । আইপিসিসির গবেষণা বলছে সমুদ্রপৃষ্ঠের **উচ্চতা ১ মিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১৭-২০ শতাংশ স্থলভূমি পানিতে তলিয়ে যাবে।** জলবায়ু পরিবর্তন মোকবেলায় প্রণীত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা [বিসিসিএসএপি ২০০৯] অনুসারে এর ফলে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ুর প্রভাবে বাস্তুচ্যুতির এই ঘটনা প্রায় ৮০ ভাগ কমানো সম্ভব, এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্যেগ গ্রহণ। এখনই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নিলে গ্রাম থেকে শহরে বাস্তচ্যুত হয়ে আসার বিষয়টি বিপজ্জনক আকার ধারণ করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

২. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ক্রমবর্ধমান

বছর	বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা (মিলিয়ন)
২০১৯	১.৭০ (মে ১৯ পর্যন্ত)
২০১৮	০.৯৪
২০১৭	১.০০
২০১৬	০.৬১
২০১৫	০.৫৩
২০১৪	০.৫৪
২০১৩	১.১০
২০০৯	০.২০
২০০৭	০.৬৫

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অভ্যন্তরীণ বাস্তচ্যুত মানুষের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে আসছে সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা আইডিএমসি। সংস্থাটির সর্বশেষ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে ২০১৯ সালের উপর। প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৯ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ১৭ লাখ ৮০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে । এসকল বাস্তুচ্যুতির ঘটনাগুলি ছিল মূলত নদীভাঙ্গন, বন্যা ও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট হঠাৎ বন্যা ও জলাবদ্ধতা। আইডিএমসি'র প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের ১১টি জেলায় বাস্তুচুত্যির ঘটনা ঘটেছে। বাস্তুচ্যুতির এই ঘটনা ২০১৮ সালে প্রায় ০৯ লাখ। প্রতিবেদনের গত এক দশকের বাস্তুচুতির তথ্য এটাই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই হার প্রতি বছর গড়ে প্রায় ০৭ লাখ। এখানে উল্লেখ্য যে সরকার কর্তৃক সঠিক পরিকল্পনা ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধির মত সমস্যাটি প্রয়োজন অনুসারে ও সঠিকভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে অস্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ স্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ (বিসিসিএসএপি) উপরের আলোচিত তথ্যসমূহকে সমর্থন করে এবং তারই আলোকে বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় অভিযোজন ও প্রশমন ভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়নে গুরুত্বারোপ করেছে যা ইতিমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যিুর ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ জেলাসমূহ

গত ১০ বছরে দেশের এক চুতর্থাংশ জনগোষ্ঠী কোন না কোন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়েছে। এই এক দশকে দুর্যোগের কারণে ঘর-বাড়ী ছাড়া হয়েছে অন্তত ৬৮ লাখ মানুষ। বন্যা, ঝড়, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সাম্প্রতিক যুক্ত হয়েছে শৈত প্রবাহ ও ভূমিধসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহও এবং আক্রান্ত এলাকা ও জনগোষ্ঠী উভয় দিক থেকেই বৃদ্ধি পাচ্ছে যার তথ্য "রাউল ওয়ালেনবার্গ

ইনস্টিটিউট [সুইডেনভিত্তিক গবেষনা সংস্থা] এবং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে [প্রথম আলো ০৫.১০.১৯]। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোন কোন জেলাসমুহ বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকিতে রয়েছে তার উপর অতি সত্ত্বর গবেষণা করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ জেলাসমুহ চিহ্নিত করা প্রয়োজন রয়েছে। উল্লেখ্য এ বিষয়ে ২০১২ সালে একটি গবেষণায় [Climate Displacement in BD: Need for Housing, Land & Property 2012] দেখানো হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবে বিশেষ করে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, তীব্র নদীভাঙন, ঘুর্ণিঝড়, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এবং উত্তরাঞ্চলের মরুকরণ বিভিন্ন কারণে দেশের উপকূলীয় এবং অ-উপকূলীয় এলাকার মোট ২৪টি জেলা বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটার মত ঝুঁকিতে রয়েছে। যেহেতু এই গবেষনাটি প্রায় ৭-৮ বছর পূর্বে হয়েছে এবং সাম্প্রতিক গবেষণার ভিত্তিতে এটা বলা যায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকিপূর্ণ জেলার সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে ঝুঁকিপুর্ন জেলাসমূহ			
উপকূলীয় জেলাসমূহ		অ-উপকূলীয় জেলাসমুহ	
ভোলা	সাতক্ষীরা	নীলফাামারি	কুড়িগ্রাম
লক্ষীপুর	খুলনা	রংপুর	গাইবান্ধা
নোয়াখালী	পিরোজপুর	জামালপুর	বগুড়া
ফেনী	বাগেরহাট	সিরাজগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ
চট্টগ্রাম	পটুয়াখালী	মানিকগঞ্জ	রাজবাড়ী
কক্সবাজার	বরগুনা	ফরিদপুর	ফরিদপুর

৪. বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় সরকারের বর্তমান অবস্থান ও গৃহীত পদক্ষেপ

৪.১ সরকার বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার উপর একটি খসড়া কৌশলপত্র প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে

সরকার দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টিকে জরুরী একটি সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য একটি কৌশলপত্র প্রস্তুত করার উদ্যোগ নিয়েছে। যার ফলাফল হিসেবে সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার উপর একটি খসড়া কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও প্রত্যাশিত। এই জাতীয় খসড়া কৌশলপত্রের মাধ্যমে সরকার বাস্তুচ্যুতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করা, বাস্তুচ্যুতদের চিহ্নিত করা এবং এ সংক্রান্ত নীতিপদক্ষেপ বর্ণনার চেষ্টা করেছে।

৪.২ কৌশলপত্রটিতে যে সকল বিষয়সমূহ অন্তভূর্ক্ত করা হয়েছে

৪.২.১ বাস্তুচ্যুতির সংজ্ঞা নির্ধারণ

কৌশলপত্রটিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতিকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে UN Guiding Principle এবং Peninsula Principle অনুসরণ করা হয়েছে, এবং এই দুটি নীতির অধীনে প্রদত্ত সংজ্ঞা সমূহকে কিছুটা পরিমার্জন করে বাংলাদেশের জন্য নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করা হয়েছে;

"জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে যেমন হঠাৎ বা ধীরগতির পরিবেশগত ঘটনা (Sudden and Slow onset) ও তার প্রভাবসমূহের কারণে জোরপূর্বক/ স্বেচ্ছায় যখন কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, পরিবার বা সমগ্র সম্প্রদায়ই অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতরেই এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় কর্মকৌশল অনুযায়ী এই স্থানান্তরকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি বলা হয়েছে।"

এখানে উল্লেখ্য যে, আকস্মিক সংঘঠিত দুর্যোগের ক্ষেত্রে মানুষ টিকে থাকার জন্য বাধ্য হয়ে স্থানান্তরিত হয়, অন্যদিকে ধীরগতির সংঘঠিত দুর্যোগের ক্ষেত্রে স্থানান্তরের ধরণ হয় সাধারণত পূর্বপ্রস্তুতিমূলক অর্থাৎ তারা বড় ধরণের ক্ষতির পূর্বেই জীবিকার ধরণ পরিবর্তন করে অন্যত্র স্থানান্তর করে। তাই ধীরগতির দুর্যোগের ফলে বাস্তুচ্যুতির বিষয়গুলো সহজে বোঝা যায়না। তাই, দ্রুত গতির প্রারম্ভিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি তাৎক্ষনিক পুনরুদ্ধার কৌশলের আওতায় এবং ধীরগতির বাস্তুচ্যুতিকে প্রস্তুতিমূলক ও অভিযোজন কৌশলের আওতায় বিবেচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

৪.২.২ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কর্মকাঠামো

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় প্রস্তাবিত কর্মকাঠামো বা Displacement Management Framework (DMF) 'এ সরকারের তিনটি বাধ্যতামূলক দায়িত্বের বিষয় বলা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ১. বাস্তুচ্যুতির ঘটনাসমূহ প্রতিরোধ করা ২. বাস্তুচ্যুতির সময় আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদান এবং ৩. বাস্তুচ্যুতির ঘটনাসমূহের উপর টেকসই সমাধান। এই তিনিটি ধাপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের কৌশলগত সাড়াদান (Strategic Response) বা চারটি কৌশলগত কার্যক্রম [যেমন ক. প্রতিরোধ খ. প্রস্তুতি গ. ব্যবস্থাপনা এবং ঘ. সনাক্তকরণ] বাস্তবায়ন করবে হবে।

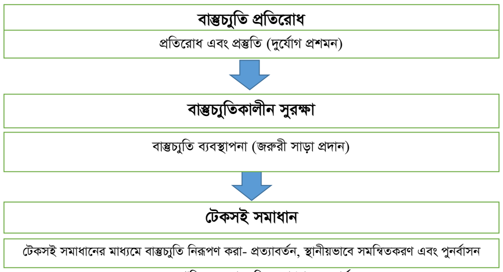

রেখাচিত্র ১ ঃ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক

এখানে উল্লেখ্য যে, **প্রতিরোধের** লক্ষ্য হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনের মাধ্যমে বিপদাপন্নতার মাত্রা কমিয়ে আনা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সহনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতি বন্ধ করা। **প্রস্তুতির** কাজ হিসাবে কার্যকরী প্রশমন/স্থানান্তর/ পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে। **বাস্তুচ্যুতিকালীন পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনার** ক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য জরুরী মানবিক সহায়তার কথা বলা হয়েছে। পুনর্বাসন এবং অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে অধিকার ভিত্তিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা, বাস্তুচ্যুতদের খাদ্য,বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা সহ অন্যান্য মৌলিক মানবিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা। **টেকসই সমাধানের** হিসাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য অধিকার

নিশ্চিত করা। মূলত তিন ভাবে এই প্রক্রিয়া কার্যকর করা যাবে সেগুলো হলঃ ১। প্রত্যাবর্তন করা ২। স্থানীয়ভাবে সমন্বিতকরণ এবং ৩। পুনর্বাসন করা ।

৪.২.৩ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় সুপারিশকৃত প্রধান কর্মসূচীসমূহ

কর্মকৌশলের লক্ষ্য অর্জনে তিনটি বাস্তবায়ন ধাপ/স্তর [বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ, সুরক্ষা এবং টেকসই সমাধান] এর অধীনে সর্বমোট ৯৯টি কর্মসূচী বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। এখানে বিষয়টি অবহিত ও বোধগম্যকরণের উদ্দেশ্যে প্রধান কর্মকৌশল (Thematic Area of Action) এবং কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী বর্ণনা করা হয়েছে;

৪.২.৪ বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধ ও কর্মসূচীসমূহ

বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কৌশল হচ্ছে বাস্তুচ্যুতি ঘটনা প্রতিরোধ বা হ্রাস করা অথাৎ বাস্তুচ্যুতি সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রতিরোধ এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমসমূহকে প্রধানত: পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে; ১. ঝুঁকি নিরূপণ মূল্যায়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত কার্যক্রম, ২. জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত সুশাসন বিষয়সমূহকে শক্তিশালীকরণ, ৩. দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন (ডিডিআর) এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন (সিসিএ) তে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা অর্থ বরাদ্দ করা, ৪. আরবান গ্রোথ সেন্টার সম্প্রসারণ এবং বিকেন্দ্রীকরণে উৎসাহীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ৫. অধিক সঙ্কটাপন্ন এলাকাগুলো চিহ্নিত করে জলবায়ু-দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পন্ন জমিগুলো পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা। উপরোক্ত পাঁচটি প্রধান কর্মকৌশলের অধীনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী নিম্নের ছকে দেওয়া হলো;

নং	বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধে প্রধান কর্মকৌশল	**কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী**
১	ঝুঁকি নিরূপণ মূল্যায়ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত কার্যক্রম	- বাস্তুচ্যুতি সম্পর্কিত মাঠ পর্যায়ের উপাত্তসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রিত এবং হালনাগাদ করা। - বাস্তুচ্যুতদের জন্য ফোরকাস্টিং মেকানিজম বা পূর্বাভাস ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। - সরকারের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ও জন জরিপ- এ বাস্তুচ্যুত/অভিবাসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।
২	জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত সুশাসন বিষয়সমূহকে শক্তিশালীকরণ	- এসডিজি এবং সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণে সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা এবং পাশাপাশি বিদ্যমান ফ্রেমওয়ার্কে বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতদের অধিকার রক্ষার জন্য আইনী স্বীকৃতি।
৩	দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমন (ডিডিআর) এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন (সিসিএ) তে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা অর্থ বরাদ্দ করা	- সরকারের আগাম পূর্বাভাস প্রণয়ন প্রদ্ধতি আরো শক্তিশালী করতে হবে বিশেষ করে আকস্মিক এবং ধীরগতির দুর্যোগের ক্ষেত্রে। - খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কৃষিক্ষেত্রে অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি করা। - আন্তর্জাতিক শ্রমিক বাজারকে লক্ষ্য রেখে স্কিল ট্রেনিং / মেধা বিকাশের জন্য অকৃষি খাতে সরকারি এবং বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৪	আরবান গ্রোথ সেন্টার বিকেন্দ্রীকরণে উৎসাহীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা	- জেলা, উপজেলা পর্যায়ে আরবান গ্রোথ সেন্টার সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে নির্মাণ করা। - অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতদের জন্য তাদের নিকটবর্তী স্থানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৫	জলবায়ু-দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করতে পারবে এমন ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা ও কর্মসূচী	- অধিক সংকটাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে জলবায়ু ঝুঁকি প্রতিরোধে সক্ষম ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা করতে হবে। - খাস জমিগুলো জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের আবাসন এবং জীবিকার জন্য বরাদ্দ করা।

৪.২.৫ বাস্তুচ্যুতিকালীন সুরক্ষা ও কর্মসূচীসমূহ

বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রধান কৌশল হচ্ছে বাস্তুচ্যুতি ঘটনা চলাকালীন সময়ে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা প্রদান করা। যেহেতু এই নীতি-কৌশলটি বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় অধিকার ভিত্তিক (Right Based Approach) কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার কথা বলা হয়েছে, সুতরাং এক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক ও মানবিক চাহিদা পূরণের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। বাস্তুচ্যুতিকালীন সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে; ১. মানবিক এবং দুর্যোগ ত্রাণ সহযোগিতা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং ২. বাস্তুচ্যুতদের মৌলিক/ মানবিক অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এ স্তরের কয়েকটি প্রধান কর্মসূচী নিম্নের ছকে দেওয়া হলো;

নং	**বাস্তুচ্যুতিকালীন সুরক্ষাকল্পে প্রধান কর্মকৌশল**	**কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী**
১	দুর্যোগকালীন ত্রাণ ও মানবিক সহযোগিতা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ	- বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হবে এবং স্ফীয়ার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে - সংকটাপন্ন জনগোষ্ঠিকে নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। - শক্তিশালী ট্রাকিং সিস্টেম/ সনাক্তকরণের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে এবং বাস্তুচ্যুতি হওয়ার সাথে সাথেই পরিবার এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে।
২	বাস্তুচ্যুতদের বাস্তুচ্যুতি চলাকালীন সময়ে মৌলিক/ মানবিক অধিকার রক্ষা করতে হবে	- বাস্তুচ্যুতদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে - জোরপূর্বক কাউকে স্থানান্তর বা বেআইনীভাবে প্রত্যাবর্তনে বা একই স্থানে অবস্থান করতে বাধ্য করা যাবে না - জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের জন্য পর্যাপ্ত গৃহায়ন এবং আশ্রয়স্থল নিশ্চিত করতে হবে।

খ.৬ বাস্তুচ্যুতদের জন্য টেকসই সমাধান ও কর্মসূচীসমূহ

বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বশেষ কর্মকৌশল হচ্ছে বাস্তুচুতির ঘটনাসমূহের টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের যথাযথ সম্মান এবং মর্যাদার সাথে পুনর্বাসন করা। কৌশলপত্রে টেকসই সমাধান লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইএএসসি'র (Inetr-agency Standing Committee) ফ্রেমওয়ার্ক অনুসরণে আটটি উপাদান বা বিষয় চিহ্নিত করেছেন। সেগুলো হলো ১. নিরাপত্তা ২. পর্যাপ্ত জীবনমান ৩. জীবিকা নির্বাহের অধিকার/সুযোগ ৪. গৃহ, জমি এবং সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার অধিকার ৫. ডকুমেন্টশন বা তথ্য পাওয়ার অধিকার ৬. পরিবার পুনরায় একত্রীকরণ ৭. জনগণের সাধারণ বিষয়াবলিতে অংশগ্রহণ ৮. কার্যকরী প্রতিকার ও বিচার পাওয়ার সুযোগ ইত্যাদি। এ স্তরের কয়েকটি প্রধান কর্মসূচী নিম্নের ছকে দেওয়া হলো;

নং	**টেকসই সমাধানকল্পে প্রধান কর্মকৌশল**	**কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী**
১	বাস্তুচ্যুতদের প্রত্যাবর্তন	- বাস্তুচ্যুতদের তাদের পূর্বের বসবাসের এলাকা প্রত্যাবর্তনের জন্য নিরাপদ কিনা মূল্যায়ন করতে হবে। যদি নিরাপদ হয় তাহলে সেখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও স্থায়ী সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। - বাস্তুচ্যুতদেরকে তাদের পূর্বের আবাসস্থল বা এলাকা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে। - জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতদের প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের গৃহ, ভূমি এবং সম্পত্তি (এইচপিএল) পুনর্নির্মান বা ফিরিয়ে দিতে হবে অথবা তাদের নায্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
২	বাস্তুচ্যুতদের স্থানীয়ভাবে সমন্বিতকরণ	- বাস্তুচ্যুতদের অনানুষ্ঠানিকভাবে শহর এলাকায় স্থানান্তরের করতে জাতীয় নগর উন্নয়ন নীতিমালা, খসড়া ২০১৪ অনুয়াযী তাদের অবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। বস্তিগুলোর উন্নয়ন করতে হবে। - কমিউনিটি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে জমি ক্রয়, বিক্রয় করার জন্য যেখানে বাস্তুচ্যুত মানুষদের পুনর্বাসন করা হয়েছে - জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বা হোস্ট কমিউনিটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৩	বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন	- পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। - ভবিষ্যতের পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত/ভালো এলাকা/ স্থান নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয় এর পরামর্শে এবং তত্ত্বাবধানে এই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৪.২.৭ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি এবং অর্থায়ন

কৌশলপত্র বাস্তবায়নে বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স (National Task Force on Displacement-NTFoD) গঠন করার কথা বলা হয়েছে যা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির জন্য সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বডি/অঙ্গ হিসেবে কাজ করবে। এর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং স্টান্ডিং অর্ডার অব ডিজাস্টার (এসওডি) এর সংশোধন করার সুপারিশ করা হয়েছে। কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নে একটি ট্রাষ্ট ফান্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য এবং জাতীয় বাজেট থেকে এর জন্য জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে। এটা বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকেও তহবিল নিতে পারবে। সর্বপোরি একটি কারিগরী উপদেষ্টা পরিষদ / টেকনিকাল এডভাইসরি কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। যেখানে উক্ত কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগকে কার্যকরী কারিগরী সমাধানের পরামর্শ প্রদান করবেন।

৫. জাতীয় কৌশলপত্র ও নাগরিক সমাজের পর্যবেক্ষণ/অভিজ্ঞতা

প্রথমেই আমরা সরকারকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে, দীর্ঘদিন পরে হলেও সরকার বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় একটি জাতীয় নীতিমালা বা কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন। বিগত এক দশকেরও বেশী সময় ধরে আমরা যারা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি ক্যাম্পেইন করছি। বিশেষ করে দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তারা সবসময়ই সরকারের কাছে উক্ত বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করে আসছি। কারণ এ ধরণের একটি নীতি কৌশল বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় দেশের জন্য যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের সক্ষমতা ও প্রয়োজনীয় সহযোগীতার দাবীসমূহকে আরও জোরালো করতে সরকার এবং নাগরিক সমাজ একসাথে কাজ করার সুযোগ তৈরী করতে পারে। দ্বিতীয়ত; অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থা নীতিমালা সরকারকে জাতীয় উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা দিতে পারে এবং নাগরিক সমাজ নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগীতামূলক জাতীয়/স্থানীয় শক্তি এবং অনুঘটকের ভূমিকা রাখতে পারে।

৬. আমরা কি একটি একক কর্মকৌশল চাই, না জাতীয় মালিকানাভিত্তিক কৌশলপত্রের প্রত্যাশা করি

ক. কৌশলপত্র প্রণয়নে বাস্তুচ্যুতিজনত বিপদাপন্ন জনগনের অংশগ্রহণ প্রয়োজন

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এ ধরণের একটি জাতীয় নীতিমালা বা কর্মকৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে ধরনের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন সেটা হয়েছে কিনা। এ মুহূর্তে অনেক উদাহরণের চাইতে আমাদের চোখের সামনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারের প্রনীত কৌশলপত্র (বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯) এবং তার বাস্তবায়ন অগ্রগতিই আমাদের কাছে বড় উদাহরণ হিসাবে রয়েছে। এটা অস্বীকার করার হয়ত উপায় নেই যে, বুদ্ধিদীপ্ত দলিলাদি (পরিকল্পনা/নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ইত্যাদি) প্রণয়ন করার মূল দায়িত্ব তারাই পালন করেন যারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। কিন্তু তারা কি শুধু তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়েই কাজ করবেন না বরং তাদের দলিলাদি দারা যারা উপকৃত হবেন তাদের সমস্যা, অভিজ্ঞতা, প্রতিকারের সম্ভাবনা ও সুযোগ এবং কিভাবে তারা উপকৃত হতে পারেন সে সকল বিষয়াদিও জানার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা মনে করি প্রনীত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কৌশলটিতে এ সকল বিষয়ে ঘাটতি রয়েছে এবং তা পূরণ করা প্রয়োজন।

খ. গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের মতামত কৌশলপত্র বাস্তবায়নে তাদের ভবিষ্যৎ ভূমিকা ও দায়িত্ব চিহ্নিত করতে হবে

দ্বিতীয়ত; কৌশলপত্রটি প্রণয়ন যার দ্বারাই হোক না কেন এটা বাস্তবায়ন করতে হবে সবাইকে। অর্থাৎ এটা বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারের সকল মন্ত্রণালয় কিছু না কিছু দায়িত্ব ও ভূমিকা থাকবে। বিশেষ করে নীতি কৌশল বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পদের সমাহার এবং বাস্তবায়ন এবং ফলাফল ভিত্তিক অগ্রগতি মূল্যায়ন ইত্যাদি সকল বিষয়ে সরকারের অনেকগুলো মন্ত্রালয়ে প্রধান ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে বলে আমরা মনে করি। আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় প্রণীত কৌশলটি বাস্তবায়নে যে তিনটি ধাপ (প্রতিরোধ, সুরক্ষা এবং টেকসই সমাধান) সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলোর কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে সরকারের পানি উন্নয়ন বোর্ড, ভূমি ও কৃষি মন্ত্রনালয়, শিক্ষা ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়সহ আরও অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের সরাসরি সংযোগ রয়েছে। সরকারের এসকল গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে আলোচনা ও তাদের মতামত কতটুকু নেওয়া হয়েছে তা আসলে প্রশ্নসাপেক্ষ। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে কৌশল প্রণয়নে এসকল মন্ত্রণালয়সমূহের মতামত নেওয়া উচিৎ এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়নে এসডিজির মত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় এই কৌশলপত্রটিও অনেক নীতিমালার মত আরও একটি বিচ্ছিন্ন দলিলে পরিণত হতে পারে।

গ. কৌশল বাস্তবায়নে নীতি সংযোগের বিষয়সমূহ অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট

প্রস্তাবিত খসড়ায় কৌশলপত্র বাস্তবায়নে জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের প্রয়োজন রয়েছে এবং এর জন্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ সংশোধনের কথা সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কৌশলটিতে সুপারিশকৃত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নে ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত নীতিমালার সাথে সরকারের অন্যান্য নীতিমালাসমূহের কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি সংযোগ, পার্থক্য/বিচ্যুতি অথবা মিল রয়েছে সে সকল বিষয়ে কোন মূল্যায়ন করা হয় নাই, যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, কৌশলটির কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের কোন কোন নীতিমালা সংশোধন করার প্রয়োজন এবং আর কি ধরনের নীতিমালা নতুন করে তৈরী করা প্রয়োজন রয়েছে সে বিষয়ে কোন সুপারিশ করা হয়েছে বলে মনে হয়না।

ঘ. অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচী/চাহিদা এবং বাজার ভিত্তিক বাস্তবায়ন সুপারিশ আসলে সাংঘর্ষিক

এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় আমাদের দেশে এই সর্বপ্রথম (আমাদের অভিজ্ঞতা ও জানা মতে) একটি অধিকার ভিত্তিক নীতি কৌশলের প্রস্তাবনা করা হয়েছে। কৌশলপত্রে বাস্তবায়ন কর্মকাঠামোর বিভিন্ন ধাপে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য কোন কোন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে তার উদাহরণ চিহ্নিত করা হলেও এসকল অধিকারসমূহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার ধারণাকে (সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব বা পিপিপি) প্রমোট করার সুপারিশ করা হয়েছে যদিও এর মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল আসবে কিনা সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর বেশীরভাগই হত দরিদ্র বা অতি দরিদ্র। এসকল জনগোষ্ঠীর পক্ষে বেসরকারী সহযোগিতা নিয়ে (গৃহায়ণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে বেসরকারী অর্থায়ন/ঋণ) সুরক্ষা ও পুনর্বাসন বিষয়সমূহকে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আমরা মনে করি এ কাজটি রাষ্ট্র এবং সরকারের সরাসরি দায়িত্ব এবং এটা সরকারের অর্থায়নেই বাস্তবান করলে ভাল হয়। সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রশংসনীয় সাফল্য দেখাতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের হওয়া সত্ত্বেও সমাজে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এখনো বিদ্যামান রয়েছে। তাই আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের মাত্রা সরকারের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। পাশাপাশি বাস্তুচ্যুতি প্রশমনে পর্যাপ্ত অর্থায়ন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে কৌশলপত্রে বাস্তবায়ন কর্মকাঠামোর প্রতিরোধ ধাপে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ দিলে ভালো হয়। যদি কোন কারণে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ হয় তাহলে বাস্তুচ্যুতির ঘটনা আরও ব্যাপাক হবে এবং সরকারের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন সত্ত্বেও এক্ষত্রে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে পারবে না।

ঙ. বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় অর্থায়ন

খসড়ায় বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) এর অনুকরনে একটি "বাস্তুচ্যুতি ট্রাস্ট ফান্ড" (ডিটিএফ) গঠনের সুপারিশ করেছে। বিসিসিটিএফ এবং উক্ত তহবিলের পরিচালনা কাঠামো, বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, বিগত এক দশকে এই তহবিল থেকে প্রায় ৬০০ প্রকল্প অর্থায়ন করা হলেও উদ্দেশ্য অর্জনে কতটা সফল তা প্রশ্নসাপেক্ষ। দ্বীতিয়ত; ট্রাস্ট ফান্ডে অর্থায়নের বিষয় অনেকটাই রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে। কারন বিগত অর্থমন্ত্রীকে আমরা ট্রাস্ট ফান্ডে অর্থায়ন বন্ধ করার হুমকি দিতে দেখেছি এমনকি বাজেটে নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ না করে বরং তা হ্রাস করার ঘটনাও দেখেছি। সে অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে আমাদের নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ রয়েছে যেমন;

- বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সরকারের দীর্ঘমেয়াদি (ভিশন-২০২১/৪১) এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) সাথে অন্তর্ভূক্ত ও সমন্বিত করতে হবে, যেটা আমরা এসডিজি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি।
- দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয়সমূহ তাদের নিজস্ব সেক্টর ভিত্তিক উন্নয়ন ও কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন করবে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে সরকার প্রতি বছর জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে পারে।
- বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় অর্থায়নের বিষয় ও কৌশলসমুহ সরকারের জলবায়ু বিষয়ক রাজস্ব কর্মকাঠমোতে যুক্ত হতে (Govt. Climate Fiscal Framework) হবে।

কোস্ট ট্রাস্ট ৩০ অক্টোবর ২০১৯